স্থাপত্য অধিদপ্তর

এদেশে স্থাপত্য পেশার সূচনা পর্ব :

বাংলাদেশে স্থাপত্য পেশা আজ একটি উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পেশার ব্যাপ্তি শুরুর দিকের তুলনায় সময়ের সাথে দ্রুততরভাবে বিস্তৃতি লাভ করছে। বলাই বাহুল্য আদিতে বিষয়টি এমন কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। বিভিন্ন মুখী বৈরী পরিবেশের সাথে সংগ্রাম করে এই পেশা বর্তমান অবস্থানে উপনীত হতে পেরেছে। তবে আত্মতুষ্টির কোনো কারণ নাই। উন্নত দেশের মত স্থাপত্যবিদ্যার আবশ্যকীয়তা হৃদয়ঙ্গম করে শ্রদ্ধাপূর্ণ মর্যাদাময় পর্যায়ে যেতে আরো বহুদিন হয়তো অপেক্ষা করতে হবে।

বাংলাদেশ তথা তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্থাপত্য পেশার সূত্রপাত বর্তমান স্থাপত্য অধিদপ্তরের পূর্বসুরি দপ্তরের মাধ্যমে। ১৯৪৭-এর ভারত বিভাজন পরবর্তী পূর্ব পাকিস্তানের সি এন্ড বি দপ্তরের আওতাভুক্ত 'অফিস অব দি কনসাল্টিং আর্কিটেক্ট' 'অফিস অব দি গভর্ণমেন্ট আর্কিটেক্ট, অফিস অব দি চীফ আর্কিটেক্ট থেকে ১৯৭৭-এ এসে স্থাপত্য পরিদপ্তর বা Architecture Directorate সৃষ্টি হয়। ১৯৮৩ তে উক্ত স্থাপত্য পরিদপ্তরের সাথে অপর দুই সরকারী স্থাপত্য সেবা প্রতিষ্ঠান **'গণপূর্ত** স্থাপত্য বিভাগ' এবং 'গৃহসংস্থান স্থাপত্য শাখা' একীভূত করে স্থাপত্য অধিদপ্তর স্থাপন করা হয়।

এখানে উল্লেখ করা হয়তো প্রাসঙ্গিক হবে যে ৪৭-এর বিভাগ-পূর্ব ভারতে প্রশাসনিক কার্যার্থে দিল্লিতে একটি কেন্দ্রীয় সরকার এবং ভারতবর্ষব্যাপী ১৩টি প্রাদেশিক সরকার বিরাজমান ছিল। এই ১৩টির মধ্যে যথাক্রমে সম্পূর্ণ ৭ ও ৩টি এবং বিভাজিত ৩টি প্রদেশ ভারত পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। সিন্ধু, বেলুচিস্থান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ আর দ্বিখন্ডিত পাঞ্জাব নিয়ে গঠিত হয় পশ্চিম পাকিস্তান অপরদিকে বিভাজিত বাংলা আর আসামের অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান।

বিভাগ-পূর্বকালে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রয়োজনীয় ভবন, রাস্তা ইত্যাদি ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পি.ডব্লিউ.ডি এবং প্রাদেশিক সরকার সমূহের ভৌত অবকাঠামোর জন্য সি এন্ড বি নামে দুইটি সংস্থা চালু ছিল। পাকিস্তানের রাজধানী স্থাপিত হয় করাচীতে আর পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক রাজধানী স্থাপন করা হয় ঢাকায়। ভারত-পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রশাসনিক ধারাবাহিকতায় দিল্লিতে অবস্থিত কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ দপ্তরাদি ভাগ করে করাচীতে এবং কোলকাতায় বিদ্যমান অবিভক্ত **বাংলা সরকারের দপ্তরাদি ভাগ করে ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়।**

এভাবে যথাক্রমে যাত্রা শুরু হয় পাকিস্তান পি.ডব্লিউ.ডি এবং সি.এন্ড বি. দপ্তরের। এই দুই দপ্তরের সাথে স্থাপত্য শাখা অন্তর্ভূক্ত ছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে পাক পি.ডব্লিউ.ডি'র স্থাপত্য শাখার কার্যক্রম পূর্ব পাকিস্তানে বেশ সীমিত ছিল এবং ১৯৬৬-এর পূর্বে এখানে কোনো স্নাতক স্থপতি নিয়োছিত ছিলেন বলে জানা যায়না। এর বিপরীতে কোলকাতা থেকে বিভাজিত হয়ে আসা সি এন্ড বি এবং তৎসংশ্লিষ্ট কনসাল্টিং আর্কিটেক্টের দপ্তর ৪৭ পরবর্তীর শুরু থেকেই ব্যস্ত সরকারী দপ্তরে পরিণত হয়। ঢাকার মত একসময়ের **মফস্বল** শহরকে প্রাদেশিক রাজধানীর উপযোগী চাহিদা অনুযায়ী সচিবালয় থেকে শুরু করে সকল সরকারী দপ্তরাদির ভবন ও বাসভবন নির্মাণ এবং প্রদেশের অন্যান্য শহরে সাধারণ প্রশাসন, কোর্ট কাচারী আদালত, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, থানা, কারাগার স্থাপনের বৃহৎ কর্মযজ্ঞে নিয়োজিত হতে হয় সিএন্ডবি আর আর্কিটেক্ট দপ্তরকে।

১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ তারিখে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের প্রথম প্রধান স্থপতি (সে সময়ে পদবীটি ছিল কনসাল্টিং আর্কিটেক্ট যা পরবর্তীতে গভর্ণমেন্ট আর্কিটেক্ট এবং চূড়ান্তভাবে প্রধান স্থপতি নির্ধারিত হয়) হিসেবে নিযুক্ত হন বৃটিশ স্থপতি ই.সি.হিকস Edward Coleman Hicks (জন্ম ১৯১০)। RIBA এবং TPI এর সদস্য হিকস ঢাকায় আসার আগে দিল্লিতে সিনিয়র আর্কিটেক্ট পদে আসীন ছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানে চাকুরীর আগ্রহ ব্যক্ত করে ঢাকায় চলে আসেন তিনি কিন্তু তিন বৎসর চাকুরীর পর **নিযুক্তিকালে** দেয়া আশ্বাসমতে বেতন প্রদানে আমলাদের অনীহার কারণে চাকুরী পরিত্যাগ করে বিলেতে ফিরে চলে যান। হিকসের সাথে একই সময়ে অধীনস্থ স্থপতি হিসেবে এসিস্ট্যান্ট গভর্ণমেন্ট আর্কিটেক্ট পদে যোগদান করেন কোলকাতার দপ্তর থেকে আসা আর.ম্যাককনেল Raymond McCVonnell (জন্ম ১৯১৭), এবং জনাব এস. এ. আজগার। মি. হিকসের প্রস্থানের পর ম্যাককনেল তাঁর পদে নিযুক্তি লাভ করেন। বৃটিশ বংশোদ্ভূত ম্যাককনেল ছিলেন ARIBA এবং নগর পরিকল্পনায় **সার্টিফিকেট** ধারী। তিনি ১৯৫১ থেকে ১৯৬৯ পর্যন্ত সুদীর্ঘ সময় পূর্ব পাকিস্তান সরকারের প্রধান স্থপতি হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। (পরবর্তীতে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগত অধ্যাপক শাহ আলম জাহির উদ্দিন)।

গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য স্নাতক অবাঙালি জনাব আজগার ৪৭-এ যোগদান করলেও সম্ভবতঃ বছর দুয়েকের মাথায় অন্যত্র চলে যান। মিঃ হিকস সদস্য প্রতিষ্ঠিত প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকাসহ পূর্ব পাকিস্তানের নগরাঞ্চল সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পথ-প্রাদর্শকের ভূমিকা পালন করেন। আজিমপুর হাউজিং এস্টেট, নিউ মার্কেট, অধূনালুপ্ত শাহবাগ হোটেল, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, জিন্নাহ এভিনিউ বাণিজ্যিক এলাকা প্রভৃতি হিকসের পরিকল্পনায় বাস্তবতা **লাভ করে।**

ফেব্রুয়ারী ১৯৪৯-এ জনাব জহির উদ্দীন খাজা (জন্ম ১৯২২) সরকারী স্থাপত্য অফিসের চট্টগ্রাম কার্যালয়ে জুনিয়র এসিস্ট্যান্ট আর্কিটেক্ট হিসেবে যোগ দেন। তিনি আগ্রাবাদ বাণিজ্যিক এলাকাসহ চট্টগ্রাম শহরের নগর-পরিকল্পনা ও বিভিন্ন সরকারী ভবন প্রকল্পের ডিজাইনের দায়িত্বে ছিলেন। তিনি বোম্বের মর্যাদাপূর্ণ জে জে স্কুল অব আর্টস থেকে স্থাপত্য ডিপ্লোমা প্রাপ্ত (প্রখ্যাত ভারতীয় স্থপতি বি ভি দোশীও এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাপ্রাপ্ত ছিলেন)। জনাব জহির উদ্দীন পশ্চিম পাকিস্তানে স্থিত ছিলেন **এবং** ১৯৬২-৬৩ তে ইনস্টিটিউট অব আর্কিটেক্টস পাকিস্তান এর সভাপতির পদ অলংকৃত করেন।

১৯৫২-এর আগষ্টে চট্টগ্রামে জুনিয়র এসিস্ট্যান্ট আর্কিটেক্ট হিসেবে যোগদান করেন এডিনবরা থেকে স্থাপত্য স্নাতক হায়দারাবাদের অধিবাসী জনাব এ. রহমান হাই (জন্ম ১৯১৯)। চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার শহর পরিকল্পনায় তিনি দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। জনাব হাই ১৯৫৬ পর্যন্ত এদেশে অবস্থান করেন এবং পরবর্তীতে পশ্চিম পাকিস্তানে গমন করেও সরকারী স্থপতি হিসেবে নিয়োজিত হন। সেখানে যথাক্রমে পশ্চিম পাকিস্তান ও পাঞ্জাব সরকারের প্রধান স্থপতি হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। **কার্যকালে** পাকিস্তানের বহু স্থানে অন্যান্য প্রকল্পের পাশাপাশি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ডিজাইন প্রণয়নে মূল দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৫৩ তে ম্যাককনেলের অধীনে প্রথম স্নাতক বাঙ্গালী স্থপতি হিসেবে জুনিয়র এসিস্ট্যান্ট আর্কিটেক্ট পদে যোগদান করেন জনাব মাজহারুল ইসলাম (জন্ম ১৯২৩)। শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ১৯৪৬ সালে পুরকৌশলে স্নাতক জনাব ইসলাম ৪৭ থেকে ৫০ পর্যন্ত সি এন্ড বি দপ্তরে সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে চাকুরী করেন এবং সরকারী বৃত্তিতে ১৯৫০-৫৩ সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের অরিগন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্থাপত্যে স্নাতক শিক্ষা সমাপন করে নতুন পদে **যোগ দেন।**

উল্লেখ্য যে, বৃত্তি নিয়ে আমেরিকায় স্থাপত্য অধ্যয়নের জন্য তিনি ১৯৪৭ সালেই মনোনীত হন কিন্তু ভারত-পাকিস্তান সৃষ্টি জনিত কারণে তা স্থগিত হয়ে যায় এবং পরবর্তীতে ১৯৫০-এ তাঁর পক্ষে বৃত্তিটি পুনর্জ্জীবিত করা সম্ভব হয়। (এখানে উল্লেখ প্রাসঙ্গিক হবে যে ১৯৪০-এর দশকে তৎকালীন ভারত সরকার যে সকল বিজ্ঞান বা কারিগরী বিষয়ের শিক্ষাদানের সুযোগ ভারতবর্ষে নেই বা অত্যন্ত সীমিত সেই সকল বিষয়ে স্থানীয়দের প্রশিক্ষিত করার একটি **কর্মসূচী গ্রহণ করে; তারই আওতায় জনাব ইসলাম মনোনীত হন।**

একই বৃত্তিতে তাঁর পূর্বে জে.জে.স্কুল অব আর্টসের স্নাতক মি. অচ্যুত কানভিন্দে ও শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে যন্ত্রকৌশলে স্নাতক মি. হাবিব রহমান যথাক্রমে হারভার্ড ও এম.আই.টি থেকে স্থাপত্যবিদ্যায় বি.আর্ক/এম.আর্ক অর্জণ করেন। জনাব হাবিব রহমান সিপিডবিউডি তে ভারত সরকারের প্রধান স্থপতি হিসেবে ১৯৭৪-এ অবসর গ্রহণ করেন। ভারত সরকার তাঁকে ১৯৫৫-এ পদ্মশ্রী এবং ১৯৭৪-এ পদ্মভূষণ খেতাব অর্পণ করেন)।

৫৩-৬০ সময়কালে জনাব ইসলাম প্রধান স্থপতির দপ্তরে তিনি কর্মরত ছিলেন; ১৯৬৪-তে সরকারী চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে 'বাস্তুকলাবিদ' নামের উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। সরকারী স্থপতি হিসেবে জনাব ইসলাম ঢাকা আর্ট কলেজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি, সাইন্স ল্যাবরেটরী, আজিমপুর এস্টেটে ডুপেক্স এপার্টমেন্ট, ঢাকা স্টেডিয়াম, খিলগাঁও পুনর্বাসন এলাকা ও রাঙ্গামাটি শহরের মহাপরিকল্পনাসহ ছোটখাট আরো প্রকল্পের **স্থপতির** দায়িত্ব পালন করেন। বিশেষ করে আর্ট কলেজ ও লাইব্রেরি ভবনের অনুপম স্থাপত্যের জনাব ইসলামকে এদেশে আধুনিক স্থাপত্য ধারার পথিকৃত হিসেবে গণ্য করা হয়। ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা স্বাধীনতা পদকে ভূষিত হন তিনি।

১৯৫৭ তে ডেনমার্কের অধিবাসী স্থপতি জ্যা ডেলোরা (জন্ম ১৯১১) Jean Delouran সরকারী স্থাপত্য দপ্তরের স্পেশাল অফিসার আর্কিটেকচার পদবীতে যোগদান করেন। তিনি তাঁর দেশের রয়েল একাডেমি অব ফাইন আর্ট থেকে স্থাপত্যে স্নাতক এবং হাসপাতাল পরিকল্পনায় উচ্চতর প্রশিক্ষিত ছিলেন। ঢাকায় চাকুরীতে যোগদানের আগে তাঁর ডেনমার্কে ১৪ বৎসর এবং স্পেনে ৪ বৎসরের কর্ম অভিজ্ঞতা ছিল। সম্ভবত দ্বিপাক্ষিক কোনো কারিগরি সহায়তা কর্মসূচীর আওতায় তিনি এখানে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ সীমানায় পূর্বে নির্মিত ডেন্টাল কলেজ ও ফার্মেসী ভবনসহ সিলেট, বরিশাল ও রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ডিজাইন প্রণয়ন করেন ডেলোরা। এছাড়া রমনা পার্কের রেঁস্তোরা এবং কক্সবাজার হিলটপ সার্কিট হাউসের ডিজাইন তাঁর প্রণীত। তবে তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ ছিল ঢাকা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের স্থাপতিক নকশা প্রণয়ন। শহীদ মিনারের নকশাকার হিসেবে শিল্পী হামিদুর রহমান সর্বজন স্বীকৃত হলেও বাস্তবতা এই যে-প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্রাপ্ত ডিজাইনটির সাইট প্ল্যান নির্মাণ নকশা প্রণয়নকালে বর্তমানের আনুপাতিক ও পরিশীলিত অবয়বটির রূপ-দান করেন স্থপতি ডেলোরা। তিনি ১৯৬২ পর্যন্ত এদেশে অবস্থান করেন।

উপরোক্ত উপস্থাপনা থেকে দেখা যায় ১৯৪৭ পরবর্তী দুই দশক পর্যন্ত এক জনাব মাজহারুল ইসলাম ব্যতীরেকে সরকারী পর্যায়ে স্থাপত্য পেশার অনুশীলন ও লালন হয়েছে ভিন দেশী বা অস্থানীয়দের হাতে। ১৯৬৭ তে নিজস্ব ভূখন্ডের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্থানীয় স্নাতক সৃষ্টি হবার পর দেশীয় পরিবেশ, জলবায়ু, নির্মাণ কুশলতা ও আর্থ-সামাজিক কাঠামোর প্রতি শ্রদ্ধাশীল স্থাপত্য উদ্ভাবনের ক্রিয়াশীল হবার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

তাসত্বেও এ কথা অস্বীকার্য আজকের অবস্থানে আসার অন্তরালের ভিনদেশী বা অস্থানীয়দের অবদান অভিবাদনেয়।।

স্থাপত্য অধিদপ্তরের কার্য্যপরিধিঃ

গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রনালয়ের অধীনস্থ স্থাপত্য অধিদপ্তর বিভিন্ন সরকারী উন্নয়ন প্রকল্পে স্থাপত্য বিষয়ক সেবা প্রদানের জন্য বিদ্যমান একমাত্র সরকারী প্রতিষ্ঠান। গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রনালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়িত বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও তদ-অধীনস্ত দপ্তরাদির প্রকল্পসমূহের স্থাপত্য ও পরিকল্পনাগত ডিজাইন ও নকশা প্রণয়নের দায়িত্ব স্থাপত্য অধিদপ্তরের উপর ন্যস্ত।

স্থাপত্য অধিদপ্তর সরাসরি জনসাধারনের জন্য কোন সেবা সুবিধা প্রদান করে না। বিভিন্ন প্রত্যাশী সংস্থা যথা মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, কর্তৃপক্ষ, ব্যুরো প্রভৃতির মহাপরিকল্পনা, অবকাঠামো, পরিকল্পনা, প্রকল্প প্রণয়ন, অফিস-আদালত, হাসপাতাল, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মিলনায়তন, শিল্পকলা কেন্দ্র, স্মৃতি-সৌধ, আবাসন, চিত্তবিনোদন সুবিধা, পার্ক ঐতিহ্যমন্ডিত ভবন সংরক্ষণ, সার্কিট হাউজ, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র ইত্যাদি ডিজাইন-এর মাধ্যমে স্থাপত্য সেবা সুবিধা জনগনের নিকট উপস্থাপন করা হয়।

জাতীয় সংসদ ভবন নান্দত স্থপাত লুই আই কান (১৯৬২-১৯৮২) এর এক অনবদ্য স্থাপনা। এটি শেরে বাংলা নগর-এ অবস্থিত। এই স্থাপনাটির নকশা করেন স্থপতি লুই আই কান এবং বাস্তবায়নের ছিল তৎকালীন গণপূর্ত অধিদপ্তর। ১৯৬২ থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত এই দুই দশক ধরে বিভিন্ন সময়ে মূল ভবন এবং আশে পাশের অনেক ভবনের নির্মাণ সম্পন্ন হয়। নির্মাণকাল দীর্ঘ হওয়ার কারণে এবং স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সমগ্র দেশের অবস্থা পরিবর্তনের কারণে তৎকালীন স্থপতি লুই আই কান প্রদত্ত নকশাগুলো সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীকালে ২০১৫ সালে বর্তমান সরকার ও বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয় এর সহযোগিতায় স্থাপত্য অধিদপ্তর পেনসিলভ্যানিয়া ইউনিভার্সিটিতে সংরক্ষিত স্থপতি লুই আই কান এর মূল নকশা আনার লক্ষ্যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং নকশাগুলো আনতে সফল হয়

জাতীয় সংসদ সচিবালয় এর অর্থায়নে ৩৩ বছর পর স্থপতি লুই আই কান এর বকেয়া ফি পরিশোধপূর্বক এই নকশাগুলো সম্মানের সহিত স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক আনীত হয়। বর্তমানে সমগ্র নকশার একটি সেট স্থাপত্য অধিদপ্তরে সংরক্ষিত আছে।

আহসান মঞ্জিল সংস্কার ও সংরক্ষন কর্ম

মুক্তিযুদ্ধের ৭ জন বীরশ্রেষ্ঠ স্মরণে নির্মিত সমাধি

সার্বজনীনগম্যতার কোন নির্দিষ্ট মান সরকারীভাবে বিদ্যমান ছিল না। স্থাপত্য অধিদপ্তর প্রথমবারের মত বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যান সমিতির সাথে যৌথ উদ্যোগে দেশের ভবন সমূহের জন্য ২০০৮ সালে প্রথম - A Guideline on "ACCESSIBILITY FOR ALL" নামক বই প্রকাশ করে।

স্থাপত্য অধিদপ্তরে কর্মরত স্থপতিদের যোগ্যতা, সেবা ও দক্ষতা তাদের কাজের ক্ষেত্রে কেবল দায়িত্বশীলতার স্মারক নয় বরং বিগত বছরগুলোতে এখানে কর্মরত স্থপতিরা তাদের কাজের মাধ্যমে পেয়েছেন আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় পর্যায়ের সম্মাননা, স্বীকৃতি এবং পুরস্কার।

ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থাপত্য কর্ম "আহসান মঞ্জিল" কাল পরিক্রমায় হারিয়েছিল এর স্থাপতিক সৌন্দর্য। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বিপর্যয় এবং কালের স্রোতে হারিয়ে যাওয়া এই স্থাপনা জৌলুস, স্বকীয়তা ও সৌন্দর্যকে বিনির্মাণ করে নবরূপায়ন করে আজকের এই রূপে ফিরেয়ে আনার কৃতিত্ব এই স্থাপত্য অধিদপ্তরের স্থপতিদের। মুগল এবং প্রাক বৃটিশ আমলের এই Classical স্থাপনা আজকের এই সময়েও আপন সৌন্দর্যে অম্লান। হোরটেজ ভবনের সংস্কার ও সংরক্ষণ কাজের জন্য এই প্রকল্পটি আন্তর্জাতিক Arch Asia Award পেয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের ৭ জন বীরশ্রেষ্ঠ স্মরণে নির্মিত সমাধি নির্মাণ প্রকল্পের নকশা স্থাপত্য অধিদপ্তর থেকে প্রণয়ন করা হয়েছে। ভাবগম্ভীর এই স্থাপনার স্থপতিকে শৌকর্য বয়ে এনেছে জাতীয় পর্যায়ের "বিশাল বাংলার নেপথ্য নায়কেরা" শীর্ষক সম্মাননা ও পুরস্কার। ২০০৬ সালে প্রথম আলো ও গ্রামীণ ফোন আয়োজিত "বিশাল বাংলার নেপথ্য নায়কেরা" শীর্ষক পদকের সম্মানিত দাবীদার এই স্থাপত্য অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট স্থপতি।

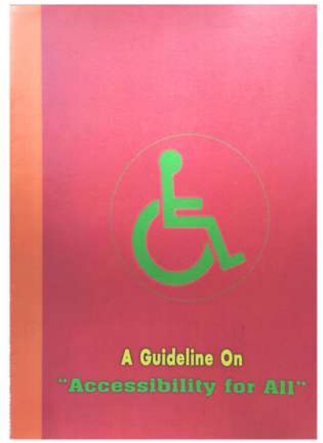

বিশ্ব দরবারে বাঙালী তার সংস্কৃতি ও কৃষ্টির অনন্যতায় বিদিত। বিশ্বায়নের এই সময় নিজস্ব শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে স্বকল্পে লালন ও বিকাশের ক্ষেত্রে প্রয়োজন পরিবেশ ও উপযোগ। সুস্থ ধারার সাংস্কৃতিক বিকাশের লক্ষ্যে দেশের জেলা শহরগুলোতে গড়ে উঠেছে নানন শিল্পচর্চা কেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠান। এদের মধ্যে সম্প্রতি নির্মিত খুলনা শিল্পকলা একাডেমী , ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জন্য সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স লোক সাহিত্যের অন্যতম বাউল কবি এবং সাংবাদিক কাঙাল হরিনাথ এর স্মরণে কাঙাল হরিনাথ স্মৃতি সংগ্রহশালা ইত্যাদি অবকাঠামোগত তৈরিতে স্থাপত্য অধিদপ্তর কাজ করছে।

দৃষ্টি নন্দন, স্থানিক স্থাপত্য শৈলীর এই ভবনগুলো সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স

খুলনা শিল্পকলা একাডেমী

কাঙ্গাল হরিনাথ স্মৃতি সংগ্রহশালা

বিশ্বের সংস্কৃতি ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্যগুলো রক্ষা এবং নিরাপদে রাখতে জোরদার করা , এ অভীষ্টে বাঙালী সংস্কৃতি ও কৃষ্টিকে পুর্নজ্জীবিত করার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নানুসারে " সোনার বাংলা সাংস্কৃতিক বলয় " স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক উপস্থাপন করা হয় ; সোহরাওয়ার্দী উদ্যানসহ এর চারপাশ ঘিরে ২৭টি স্থাপনা বা প্রতিষ্ঠান নিয়ে সোনারবাংলা সাংস্কৃতিক বলয়ের।

২৭ টি স্থাপনা নিয়ে সোনারবাংলা সাংস্কৃতিক বলয় করা হবে তা হলো; জাতীয় জাদুঘর, কবি সুফিয়া কামাল গণগ্রন্থাগার, চারুকলা ইনস্টিটিউট, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মাজার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি, রাজু ভাস্কর্য, স্বোপার্জিত স্বাধীনতা, মিলন স্মৃতি স্মারক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি), বাংলা একাডেমি, শিশু একাডেমি, জিয়া শিশু পার্ক, কার্জন হল, পুরাতন কলাভবন, আমতলা গেট, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, এশিয়াটিক সোসাইটি, তিন নেতার মাজার, ঢাকা গেট, জাতীয় প্রেস ক্লাব, শিল্পকলা একাডেমি, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, বেইলি রোড (নাটক সরণি), অফিসার্স ক্লাব, বেতার ভবন ও ঢাকা ক্লাব। দেশের শিক্ষা, শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা হবে এই বলয়ের মূল কেন্দ্র।

একই সঙ্গে ধারণ করা হবে ইতিহাস-ঐতিহ্য। সাংস্কৃতিক বলয়ের মাঝে বর্তমানে ৬৫ একর আয়তনে সংস্কৃতি চক্রের স্থপতিগণের নকশায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা হচ্ছে ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতা স্তম্ভ নির্মাণ (তৃতীয় পর্যায়) প্রকল্প ;বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজরিত এই সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের আরো ১৫ একর সম্প্রসারিত আয়তনে থাকছে মুক্তিযুদ্ধকে বর্তমান প্রজন্মের সাথে পরিচিত করে দেবার জন্য এক প্রয়াস ; সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহযোগে স্থাপত্য অধিদপ্তর আরো নকশা করছে "মুজিবনগর কমপ্লেক্স , মেহেরপুর " ৪২ একর , সম্প্রসারিত ২০ একরের প্রকল্পটি , মুক্তিযুদ্ধ ও আমাদের সংস্কৃতিকে স্থাপত্য নকশার মাধ্যমে বিশ্ব দরবারে উন্মোচন করার লক্ষ্যে এসডিজির সাথে সমন্বয় সাধন করছেন স্থপতিগণ ; " শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স , বেইলি রোড " প্রকল্পটি ১ দশমিক ৯৪ একর জমির ওপর নকশা করা হয় ; এ কমপ্লেক্সটিতে রয়েছে একটি মাল্টিপারপাস হল, ডরমিটরী, প্রশাসনিক ভবন, মিউজিয়াম, লাইব্রেরি ইত্যাদি ; সমতল ও পর্যটকদের সাথে দেশের নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, সামাজিক রীতি-নীতি, ভাষা, ধর্ম ও স্বতন্ত্র আচরণের দিক দিয়ে মেলবন্ধন ঘটানো এই কমপ্লেক্সটি একটি দৃষ্টিনন্দন শৈল্পিক স্থাপনা। বাংলা সংস্কৃতিকে বিশ্বের বুকে পরিচিত করা স্থাপত্য অধিদপ্তরের এমন কিছু প্রকল্প হলো সোনারগাঁ কারু ও লোকশিল্প প্রকল্প ; কাঙ্গাল হরিনাথ স্মৃতি সংগ্রহশালা , ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র প্রভৃতি।

"সোনার বাংলা সাংস্কৃতিক বলয়"

শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব মেমোরিয়াল বিশেষায়িত হাসপাতাল ও নার্সিং কলেজ

শেখ হাসিনা ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ বার্ণ এন্ড প্লাষ্টিক সার্জারী হাসপাতাল

সবার জন্য সুস্বাস্থ্য এবং নিরাপদ স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য বদ্ধপরিকর সরকারী স্বাস্থ্য নীতিমালার আওতায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় এর গৃহীত নানাবিধ উন্নয়ন প্রকল্পের কাজে স্থাপত্য অধিদপ্তর সরাসরি সম্পৃক্ত। সমগ্র দেশে স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন জেলায় তৈরী করা হয়েছে বৃহদায়তন হাসপাতাল, ইন্সটিটিউট এবং অন্যান্য ভৌত অবকাঠামো।

উল্লেখযোগ্য প্রকল্পগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো গাজীপুরের তেতুইবাড়ীতে অবস্থিত শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব মেমোরিয়াল বিশেষায়িত হাসপাতাল ও নার্সিং কলেজ বৃহৎ পরিসরে নির্মিত এই স্থাপনা কেবলমাত্র স্থানীয় নয় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবায় নিয়োজিত। এছাড়াও স্বাস্থ্য সেবাদানকারী নার্সদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রয়েছে ট্রেনিং কলেজ। বিশেষায়িত এই হাসপাতালে রোগীরা পাচ্ছেন আধুনিকমানের উন্নততর চিকিৎসা সেবা।

দেশের প্রান্তিক এলাকা ছাড়াও ঢাকায় অবস্থিত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (DMCH), বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের OPD এবং কনভেনশন হলসহ শেখ হাসিনা ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ বার্ণ এন্ড প্লাষ্টিক সার্জারী (৫০০ বেড এর) হাসপাতালসমূহ নির্মাণ বিনির্মাণ এবং আধুনিকিকরণ প্রকল্পসমূহে স্থাপত্য অধিদপ্তর এর স্থপতিরা তাদের নিরলস শ্রম এবং মেধার পরিচয় দিয়েছেন। আন্তর্জাতিকমানের চিকিৎসা সেবাদানের লক্ষ্যে পুরাতন হাসপাতাল ক্যাম্পাসে তৈরী হয়েছে আধুনিক স্থাপত্য শৈলীর OPD, চিকিৎসকদের পেশাগত জ্ঞান চর্চা এবং বিস্তারের লক্ষ্যে তৈরী হয়েছে বিএমএসএসইউ কনভেনশন সেন্টার।

এদেশের চিকিৎসা সেবায় যুগান্তকারী সংযোজন বিশেষায়িত শেখ হাসিনা ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ বার্ণ এন্ড প্লাষ্টিক সার্জারী হাসপাতাল। ৫০০ বেড-এর ১৫ তলা এই বিশেষায়িত হাসপাতালটি স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নের একটি মাইল ফলক।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় OPD

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় কনভেনশন সেন্টার

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (DMCH)

জাজেস কমপ্লেক্স

অভ্যর্থনা, জাজেস কমপ্লেক্স

সচিব এপার্টমেন্টস

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার " আশ্রয়ণ প্রকল্প " একটি জনবান্ধব প্রকল্প ; " আশ্রয়ণ ২ প্রকল্পের আওতাধীন কক্সবাজার খুরুশকুল মৌজায় ২৫৩.৩৫ একর জমিতে ৪৪০৯ টি পরিবারকে পুনর্বাসন প্রকল্পের মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন " প্রকল্পটিতে নকশাকার হিসেবে ছিলেন আবাসন চক্রের স্থপতিগণ ; প্রকল্পটির প্রধান উদ্দেশ্য হলো গৃহহীন, ভূমিহীন এবং আশ্রয়হীন দরিদ্র **জনগোষ্ঠীকে সুদমুক্ত ঋণ দিয়ে এবং বিভিন্ন** ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিয়ে আয়ের পথ তৈরি করে দেওয়া; যাতে তারা আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠতে পারে।

এ আশ্রয়ন প্রকল্পে এপার্টমেন্ট ভবন আছে মোট ১৪৪ টি, প্রতিটি ৪৬০ বর্গফুটের ফ্ল্যাটে রয়েছে একক পরিবারের আবাসন ব্যবস্থা,রয়েছে মার্কেট, স্কুল, মাল্টিপারপাস ভবন মন্দির ও মসজিদ ; ছিন্নমূল খেটে খাওয়া মানুষরাও যেন স্বয়ংসম্পূর্ণ হয় , সাবলম্বী হয়ে বেঁচে থাকতে পারে ; জীবিকার তাগিদে যেন তাদের নগরমুখী না হতে হয় , এমন মননশীল ভাবনা থেকেই **প্রকল্পটির নকশা করা** ।

ঢাকার প্রাণকেন্দ্র সরকারী উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের জন্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত সুউচ্চ আবাসিক ভবন নির্মাণের প্রকল্পগুলোও স্থাপত্য অধিদপ্তর সফলতার সাথে সম্পন্ন করেছে তন্মধ্যে ঢাকার কাকরাইলে অবস্থিত জাজেস কমপ্লেক্স , ইস্কাটন গার্ডেন এ অবস্থিত সচিব এপার্টমেন্টসহ বেইলী রোডস্থ মন্ত্রীদের এপার্টমেন্ট প্রকল্পসমূহ অন্যতম। আধুনিক স্থাপত্য শৈলীর এই **বহুতল** এপার্টমেন্ট ভবনগুলোতে রয়েছে আধুনিক নাগরিক আবাসের সকল সুবিধাসমূহ।

ভূগর্ভস্থ সুবিশাল পার্কিং উন্মুক্ত সবুজ মাঠ, হাটার জায়গা, সুইমিংপুল, জিমনেশিয়ামসহ কমিউনিটি স্পেস। প্রচুর আলো বাতাস চলাচল-বান্ধব ইউনিট ডিজাইন এও আছে স্থাপতিক শৌকর্যের চাপ। এ প্রকল্পগুলোর সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করেছে উন্নততর বসবাসের মান এবং নিরাপত্তা।

বিজ্ঞান জাদুঘর

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ভবন

রাজশাহী নভোথিয়েটার

বিশ্বায়নের এই যুগে বিজ্ঞান এর অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ ও পিছিয়ে নেই। বিজ্ঞানের নানান ক্ষেত্রে নতুন উদ্ভাবন গবেষণায় বাংলাদেশের প্রযুক্তিবিদ, বিজ্ঞানী এবং গবেষকরা যাতে তাদের কাজের ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিবেশ পান সেই লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের নেয়া বিভিন্ন প্রকল্পের উন্নয়ন অংশীদার স্থাপত্য অধিদপ্তর। এই দপ্তর হতে ইতোমধ্যে নভোথিয়েটার প্রকল্পের ডিজাইন করা হয়েছে। সম্প্রসারণ কার্যক্রমের আওতায় এখন রাজশাহী বিভাগে নভোথিয়েটার নির্মাণ কাজ চলছে। আধুনিক স্থাপত্য ধারার এই স্থাপত্য কর্মটি সবার মনোযোগ ও আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। এছাড়াও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ভবন, বিজ্ঞান জাদুঘর এর মত স্থাপনা তৈরিতেও স্থাপত্য অধিদপ্তর কাজ করছে।

বহুতল ভবন এর নকশা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে স্থাপত্য অধিদপ্তর কৃতিত্বের স্বাক্ষ্য রেখে চলেছে। সরকারী প্রকল্পসমূহের মধ্যে, NCCOM ভবন, তথ্য ভবন, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন এর কর্পোরেট ভবন, শ্রম ভবন, NBR ভবন, NSI ভবন উল্লেখযোগ্য। বি.এন.বি.সি কোড ও ইমরাত নির্মাণ বিধিমালা মেনে এই স্থাপনাগুলোতে আধুনিক সকল প্রযুক্তি, নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করা হয়েছে এবং সময়পযোগী সকল সুবিধাদি এতে প্রণয়ন করা হয়েছে, যা আধুনিক স্থাপনার ক্ষেত্রে এক বিশেষ মাইলফলক।

তথ্য ভবন

NCCOM ভবন, পুলিশ হেডকোয়ার্টার

NSI Head Quarter

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন কর্পোরেট ভবন

বঙ্গবন্ধু দারিদ্র বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী

BAPARD একাডেমী ডরমিটরি

শেখ রাসেল পুনর্বাসন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সমগ্র বাংলাদেশ

শেখ হাসিনা নকশী পল্লী, জামালপুর

গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ভাগ্য উন্নয়নের জন্য বর্তমান সরকার সমগ্র দেশব্যাপী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করেছে। এ রকম একটি উদ্যোগের ফসল হচ্ছে কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ অবস্থিত বঙ্গবন্ধু দারিদ্র বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী। এটি স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন সমবায় মন্ত্রণালয়ের একটি প্রকল্প। বিশালায়তন এই প্রকল্প এলাকায় সুদৃশ্য প্রশিক্ষণ ভবনে প্রশিক্ষণার্থীদের **সেলাই,** মাছা চাষ, কৃষি কাজ, গবাদি পশু-পালন, কম্পিউটার প্রশিক্ষণসহ বহুমাত্রিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে।

বাংলাদেশ সরকার আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের সাথে সুসম্পর্কের যে সেতুবন্ধন তৈরী করেছে তার স্মৃতি স্মারক স্বরূপ পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় বাংলাদেশ ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ভারতে নির্মিত এই ভবনটি স্থাপত্য অধিদপ্তরের সরাসরি তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়েছে। দুটি দেশের পারস্পারিক সৌহার্দ ও বন্ধুত্বপূর্ণ **সম্পর্কের** উপহার হিসেবে বাংলাদেশ ভবন সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের নাগাসাকি ও হিরোশিমায় পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণে নিহত অসংখ্য মানুষের আত্মত্যাগের স্মৃতি নিয়ে তৈরী Nagasaki peace Park এ বিশ্ব শান্তির বার্তা নিয়ে Landscape sculpture design প্রকল্পে স্থাপত্য অধিদপ্তর সরাসরি সম্পৃক্ত ছিল। জাতীয় পর্যায়ে সকল শিল্পী, ভাস্কর, স্থপতিদের মধ্যে একটি ডিজাইন প্রতিযোগিতার **আয়োজন** করে মেধার ভিত্তিতে ১ম স্থান অধিকারী ভাস্করকে নির্বাচিত করে উক্ত ভাস্কর্য বাস্তবায়নের কাজে স্থাপত্য অধিদপ্তর সরাসরি সম্পৃক্ত। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্থাপত্য অধিদপ্তরের কর্মপরিধি বিস্তৃতির এই ধারার কাজ সাফল্যের সাথে পরিসমাপ্তির পথে।

বাংলাদেশের লোক ও কারু শিল্পের ঐতিহ্যমন্ডিত ও নান্দনিক নিদর্শন নকশী পণ্য শিল্পকে বিশ্বের দরবারে সুপ্রতিষ্ঠিত ও আধুনিক সুযোগ-সুবিধায় সমৃদ্ধ করে গড়ে তুলতে জামালপুরে ৩০০ একর জমিতে গড়ে উঠছে শেখ হাসিনা নকশী পল্লী।

সুনাগরিক হিসাবে সমাজে পুনর্বাসন করার লক্ষ্যে যথাযথভাবে শৃংখলা বজায় রেখে প্রয়োজনীয় মোটিভেশন ও প্রশিক্ষণ প্রদান করার ক্ষেত্রে কারাগারের ভূমিকা অপরিসিম। বিভিন্ন কারণে মানুষ অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়তে পারে। আইন অনুসারে শাস্তি প্রদানের পাশাপাশি তাকে সংশোধন করে গড়ে তোলার দায়িত্ব বাংলাদেশ কারা বিভাগের।

দাক্ষণ কেরানীগঞ্জের তেঘরিয়া ইউনিয়নের রাজেন্দ্রপুরে ১৯৪ একরের বেশি জমিতে তৈরি হয়েছে স্থাপত্য অধিদপ্তরের নকশাকৃত নতুন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার। এখানে ৪ হাজার পুরুষ ও ২০০ নারী বন্দীর ধারণক্ষমতা রয়েছে। এছাড়াও ১০০ জন কিশোর বন্দী ও ৩০ জন মানসিক ভারসাম্যহীন বন্দীকে রাখার উপযোগী আলাদা সেলের নির্মাণ করা হয়েছে।

*** এই প্রতিবেদনটি স্থাপত্য অধিদপ্তরের সকল স্থপতির সম্মিলিত প্রয়াসে সংকলিত।*

মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, সমগ্র বাংলাদেশ

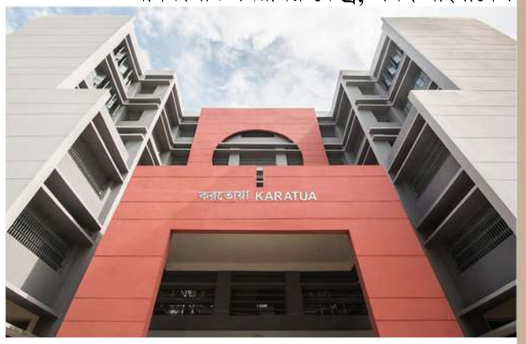

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরানীগঞ্জ

জামালপুর শহরের নগর স্থাপত্যের পুনঃসংস্কার ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র উন্নয়ন